০১-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা আগামী ২১ জন্মের জন্য সমগ্র বিশ্বেরই মালিক হতে চলেছো - যেহেতু এখন তোমাদের উপর বৃহস্পতির অবিনাশী দশা চলছে।"

প্রশ্ন :- প্রকৃত সেবাধারী বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কি এমন কথা সর্বদাই স্মরণে থাকে ?

উত্তর :- ধন দানে তা কখনও কমে না....., বরঞ্চ তা আরও বাড়তেই থাকে। আর এই প্রক্রিয়া যেন ক্রমাগ্বয়ে চলতেই থাকে। তার বুদ্ধিতে কেবল এটাই যেন থাকে যে, সে তার নিজেরই কল্যাণ করছে। বাবাও তা সাক্ষী-স্বরূপে দেখতে থাকেন কে কে তার নিজের জীবন সেই উন্নত-ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং কে কিরূপে কতটা সফল হচ্ছে। অবশ্য এর জন্য জ্ঞানের স্পষ্ট ধারণাও যথেষ্ঠ থাকা দরকার। আর সামান্য ছোট-খাটো বিষয়ে কখনও তার বিষন্ন হওয়া উচিত নয়।

গীত :- তুমিই আমাদের মাতা এবং পিতাও তুমি।

ওঁম্ শান্তি! সুপ্রভাত বাচ্চারা! আজ তো গুরুবার। তোমাদের জন্য এটা বৃক্ষপতি ডে বা বৃহস্পতিবার--যা অতীব উত্তম। সপ্তাহের সবচেয়ে উত্তম দিন এটা। বৃক্ষপতি নামেতেই তাকে স্মরণে আসে। আর বৃহস্পতির দশা তাঁরই মাধ্যমে আসে। এই বৃক্ষপতি বাবাই আবার আমাদেরকে সেই বেহদের অপার সুখের বর্সা দিচ্ছেন। এর সাথে তিনি বেহদের সন্ন্যাসও করাচ্ছেন। নিবৃত্তি-মার্গে তো কেবল হদেরই (জাগতিক) সন্ন্যাস হয়ে থাকে। অবশ্য সন্ন্যাস তো সবাইকেই করতে হয়। বাবা তাই বলেন, যতই দিন যাবে তত বেশী করে তা শোনা যাবে। উনিই পতিত-পাবন বাবা, যিনি আবার দিশারী ও মুক্তিদাতাও, উঁনি স্বয়ং তা বলছেন- "আমি এসেছি তোমাদের সবাইকে মুক্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।" ভক্তিমার্গে যে পুরুষার্থ করা হয়, তা তো মুক্তির লক্ষ্যেই। ভক্তিতেই তো কত অনেক সময় অতিবাহিত করতে হয়। এত ভক্তির পর অবশেষে ভক্তির ফল পাওয়া যায়। এই ব্যাপারটা বাচ্চারা তোমরা ছাড়া অন্যেরা কেউ তা বুঝতে পারবে না। তোমরা তা জানতে পারো যে, সময় লাগে ঠিক ২৫০০ বছর - যা ঘটে থাকে অবিনাশী নাটকের অনুসারেই -তা রচিতও হয় সেভাবেই এবং সবকিছুই তা পূর্ব নির্ধারিত। প্রত্যেকেই যে যার নিজের পার্টেই ব্যস্ত থাকে। তোমরাও কল্প-কল্প ধরে একই পার্ট করে আসছো। সত্যি কতই না খুশীর ব্যাপার এটা, আমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা চলছে। ফলে আমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হয়ে যাই। আমরা এখন উত্থানের আরোহণে। নরক মুর্দাবাদ আর স্বর্গ জিন্দাবাদ। সুখ দুঃখের এই খেলা তো তোমাদের নিমিত্তেই। বাবা জানান, এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কেবল সুখই প্রদান করে। যেহেতু দুনিয়া তখন নতুন থাকে। তখন খনিগুলিও থাকে নতুন (পরিপূর্ণ)। যা কিছু তার সবকিছুই সেখানে নতুন ভাবেই হয়। পুরোনোকে সত্য বলা যায় না। বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়ায় কোনও কিছুরই সারবত্তা নেই। এই বাবাকেই বলা হয় সর্বশক্তিমান। কিন্তু তিনি কিসের শক্তি দেখান? তা তো কেবল তোমরাই জানো। উঁনি হলেন পতিত-পাবন সদ্গতিদাতা। মুক্তিদাতা বাবা এসে তোমাদেরকে এত শক্তিমান তৈরী করেন। অনেক ধর্মের বিনাশ সাধন করিয়ে একটি মাত্র ধর্মের ও একটি মাত্র রাজ্যের স্থাপনা করান। এটা কি বিশাল শক্তির কাজ নয় ? এই মহান কার্য বাচ্চাদের দ্বারাই করান উনি। এর ফলে তোমরা কত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারো, যার ফলে তোমাদের সব পাপ ভস্ম হয়ে তোমরা পুণ্য আত্মা হতে পারো। যে যত বেশী পুরুষার্থ করে সে তত উচ্চ পদের অধিকারী হতে

পারে। কিন্তু নিদেনপক্ষে স্বর্গের উপযুক্ত তো হতেই হবে তাদের। একদা যা ছিল নতুন দুনিয়া, সেটাই বর্তমানে এখন এই পুরোনো দুনিয়া। লোকেরা এই সাধারণ কথাটাও বুঝতে চায় না - এতই তাদের অন্ধ বিশ্বাস। তোমরা এখন তা বুঝতে পারো - অনেক আগে তোমরা কতই না বুদ্ধিমান ছিলে। এই কারণেই তো বলা হয়, অন্ধের বাচ্চা তো অন্ধই হবে। তাই তো অন্ধকারেই (জগতেই) ভগবানকে খোঁজার জন্য চতুর্দিকে হাতড়াতে থাকে আর ঠোকর খেতে থাকে। অথচ পায় না কিছুই। এর জন্য কষ্টও করে প্রচুর। কেউ কেউ আবার নিজের প্রাণও পর্যন্ত্য ত্যাগ করে। দেবতাদের খুশীর উদ্দ্যেশ্যে বলি-ও দিয়ে থাকে। আর সেটাকেই মহাপ্রসাদ গণ্য করে। গরু হত্যা রোধের জন্য কত প্রকারের ঘোষনা করা হয়। তাদের ধারণা, গরু মাতৃসম, যেহেতু সে দুধ দেয়। ছাগলেরাও তো দুধ দেয় - তাদের তবে রক্ষা করা হয় না কেন। তখন তাদের জবাব হয়, যেহেতু গরুর প্রতি কৃষ্ণের এত মমতা-ভালবাসা ছিল তাই। এটাই আসল কথা নয়। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরাই তো সেই সত্যযুগের রাজকুমার-রাজকুমারী ছিলে। ৮৪-জন্ম নিতে নিতে বর্তমানে তমোপ্রধান হয়ে পড়েছো। এখন আবার পুরুষার্থ করে সতোপ্রধান হয়ে, রজকুমার- রাজকুমারী হতে হবে। দ্বিমুকুট-ধারী রাজকুমার-রাজকুমারী তৈরীর পাঠাশালা এটাই। যদিও গীতা পাঠশালা তো অনেকই আছে। কিন্তু, সেখানে তো আর এসব শোনানো হয় না- যার দ্বারা তোমরা কৃষ্ণের মতন রাজকুমার-রাজকুমারী হতে পারো। এই ধরণের গীতারও পাঠ হয় কি সেখানে ? এখানে তো বাবা স্বয়ং বলেন, তোমাদের এই পরীক্ষা রাজকুমার-রাজকুমারী হবার পরীক্ষা। এখানে তো অনেক বেশী নম্বরের (উঁচু-পদের) প্রাপ্তি হয়। ১৬১০৮-এর মালার কথা তো প্রচলিতই আছে। যা মোটেই কেবল ১০৮ নয়। কিন্তু এখন তো অগুনতি কত বিশাল সংখ্যক মানুষের অবস্থান দুনিয়াতে। কম তো হবেই তা। তোমরা এরকম কিছু কিছু কথা খবরের কাগজেও লিখতে পারো। এই যে গরু হত্যা রোধে অনশন হত্যা ইত্যাদি করছে, তা কল্প পূর্বেও ঘটেছিল। নাথিং নিউ (নতুন কোনও ঘটনা নয়)। বর্তমান সময়েই লোকেরা পরমাত্মাকে ডাকে বলে আমাদের পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলো বাবা। কিন্তু, এখন এই (অপবিত্র) অবস্থায় কিভাবেই বা বাবা নিয়ে যাবেন, বাচ্চারা তোমরা তো তা জানোই। কিন্তু সেই দৈবীগুণ তো এখনও আসেনি তোমাদের সবার। খুব কম সংখ্যকের মধ্যেই দৈবী-গুণের ধারণা আছে। এই জ্ঞান তো অনেকেরই খুব ভালোই লাগে। তারা ভাবে বি কে-রা কত পবিত্র ও খুবই সাধারণ জীবন যাত্রা তাদের। গয়ণা-গাঁটি পরার রেওয়াজ নেই তাদের, কিন্তু তাদের চাল-চলন খুবই সুন্দর। এদের মধ্যে যারা গৃহী তারা কখনও স্বামী কিম্বা মা-বাবাকে বলে না যে, আমাকে গয়না-গাঁটি বা ভালো ভালো কাপড়-চোপড় দাও। কখনও নয়, যেহেতু তারা জানে যে, এই সাধারণ ভাবই তাদের এক প্রকারের গৃহস্থ-বনবাস। এই পুরোনো শরীর, যা বস্ত্ররূপ - একে ছেড়েই বিষ্ণুপুরীতে যাবার প্রস্তুতি চলছে। আমাদের পিতা শিববাবাই সকল পতিদেরও পতি এবং সকল গুরুরও গুরু। তাই তো সবাই ওঁনাকেই স্মরণ করে আর বলে, হে পতিত-পাবন এসো। একমাত্র তিনি এসেই সবাইকে সদ্গতি দিতে পারেন। শিখ ধর্মের লোকেরা তো ওঁনাকে অকালমূর্ত (অমর অবিনশ্বর) বলেই থাকে। সৎ শ্রী অকাল (সত্য, সর্ব্বোচ্চ, অনন্তস্থায়ী) বলে। যেহেতু আত্মার কখনও বিনাশ বা ক্ষয় হয় না। কিন্তু এই স্থুল শরীরের বিনাশ হয়। আত্মার বিনাশ হয় না। লোকেরা তাই সেই সদ্গুরু, অকাল মূর্ত-কেই স্মরণ করে যাতে উনি এসে আমাদের (সবার) সদ্গতি করে অকাল (অনন্তস্থায়ী) ঘরে নিয়ে যান, যেখান থেকে আসি আমরা। তাই বাচ্চারা তোমাদের বোঝাতে হবে যে, সদ্গুরু অকাল-মূর্ত কেবল একজনই, সেখানে তোমরা নিজেদেরকে কি যুক্তিতে গুরু বলো ? বাবা এটাই বোঝান যে, ভক্তি-মার্গে তো এমন কত অনেক গুরুই থাকে। কিন্তু জ্ঞান-সাগর বাবা তো এই একজনই মাত্র। সেই সাগর থেকেই তো এত সব নদীর বিস্তার হয়। এই ধরণের কথা একমাত্র

বাবাই বোঝাতে পারেন। একমাত্র বেহদের বাবাই বেহদের বর্সা দিতে পারেন। যেমন জাগতিক শিক্ষক কেবল জাগতিক পাঠের বর্সা দিয়ে থাকেন। তাই এখন বাবা স্বয়ং এসে বলছেন, "অবিরাম আমাকে স্মরণ করো, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমাদের ঘাড়ে তো পাপের বোঝা চেপে আছে।" বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বুদ্ধিও সোনার মতন খাঁটি হয়ে যাবে। বর্তমানে তো সবারই ছিঃ-ছিঃ অর্থাৎ লোহার মতো কালো কলিযুগের বুদ্ধি। তাই তো জড়-মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে বলতে থাকো, আমরা ছিঃ-ছিঃ পতিত-পাপী, কিন্তু তুমি কতই না সুন্দর! বাচ্চারা, এই তোমরাই একদা কত পবিত্র-পুণ্য ও উন্নত ছিলে, সেই তোমরাই এখন পতিত-পাপী হয়ে কত নিম্নস্তরের হয়ে গোছো। অবিনাশী এই নাটকটাই তো মূলতঃ ভারতকে নিয়েই রচিত হয়েছে। ৮৪-জন্মের ব্যাপারটা কেবল তোমাদের উপরেই বর্তায়। কৃষ্ণের রাজত্বকালের প্রথম দিকে যারা আসবে তারাই পুরো ৮৪-জন্ম পাবে। এটাই কারও জানা নেই যে, বর্তমান সময়ে স্বর্গ অর্থাৎ কৃষ্ণপুরীর স্থাপনা কার্যই চলছে। তোমরা তা পরিস্কার ভাবেই লিখে জানাতে পারো যে, তোমরা তোমাদের যোগবলের দ্বারা ভারতকে আবার শ্রেষ্টাচারীতে পরিণত করবে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিষয় নিয়ে (কতই পরিকল্পনা) এতই তো মাথা ঠোঁকে লোকেরা, কিন্তু তা তো কেবল বাবারই কার্য। মহা-বিনাশের পরে মাত্র ৯ লক্ষ অবশিষ্ঠ থাকবে। যেই কার্যে বাবার কোনও খরচও হয় না। আর না তো তার জন্য কারও কোনও আশীর্ব্বাদেরও দরকার হয়। অথচ এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে। যেহেতু এটা হলো সঙ্গম (দুই যুগের মিলনের সময়কাল)। তা তো কথিতই আছে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, আর তা এখানেই তো হতে হবে। তাই তো ব্রহ্মা এখানে বসে আছেন এমনই দেখানো হয়েছে (কল্পবৃক্ষে)। সাধারণ লোকেরা জানতে চায়, দাদাকে (ব্রহ্মাবাবাকে) -এখানে কেন বসানো হয়েছে ? সেই হিসাবে বলা যায় যাকেই বসানো হোক না কেন, সেক্ষেত্রেও তো তারা তাই বলবে, অমুককে কেন বসানো হয়েছে। এই ব্রহ্মা তো অতি সাধারণ। যেহেতু উনিই সবচাইতে প্রবীন, তাই তো উনি ব্রহ্মা। এ তো খুবই সহজ সরল কথা। কিন্তু তবুও কত বোঝাতে হয়। ভগবান আসেনই পতিত শরীরধারীর শরীরে আর এই দুনিয়াও তখন থাকে পতিতে পরিপূর্ণ। যেহেতু এই সময়ে কেউ-ই পবিত্র-পাবন থাকতে পারে না। সিঁড়ির চিত্রে তো তা দেখানোই আছে, বর্তমানে সবাই এই কাঁটার জঙ্গলেই অবস্থান করছে। যেহেতু এটা এখন পতিত দুনিয়া। তাই ভগবান আসেন সাধারণ পতিতের শরীরেই, যার নাম পরে ব্রহ্মা রাখা হয়। এই সব কথাগুলিও তোমাদের বুদ্ধিতে থাকতে হবে। অনেক প্রকারের লোক, বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্নও করবে। যে সিঁড়ির চিত্রের উপর বোঝাবে, তার বুদ্ধিও তুখোর হতে হবে। কিন্তু এই নাটকের পার্ট যার ভাগ্যে নেই, তারাই এসে অবান্তর সব প্রশ্ন করবে। তাই তো ৮৪ জন্মের চক্রের কথা বলা হয়ে থাকে। সবাই তো আর ৮৪ জন্ম পায় না। যারা পূজ্য হয়, পরে তারাই আবার পুজারীতে পরিণত হয়। জ্ঞানের এই পাঠ খুবই সহজ ও সরল। কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করলেই তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়। ফলে তোমরা দেবী-দেবতাও হতে পারবে। বর্তমানের ব্রাহ্মণরাই পরে দেবতা হবে। বিরাট রূপের (কল্পের) চিত্র, ঘোলা (সৃষ্টি-চক্র) , সিঁড়ি (৮৪ জন্ম) ও ত্রিমূর্ত্তির- এই চিত্রগুলি একে অপরের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত। বাবা তো কত ভাবেই, কত যুক্তিতেই তো তা বুঝিয়ে থাকেন। কারও কারও ধারণা আসে আবার কেউ এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে তা বের করেও দেয়। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে তো এই ধারণা অবশ্যই হয়েছে যে, তোমাদের জন্যই তোমাদের সেই রাজ্য স্থাপনার কাজ চলছে। বর্তমানে তোমরা আছো সঙ্গমযুগে। এই সঙ্গমেরই এত মহিমা করা হয়, যেহেতু এই সময়েই আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটে, যারা উভয়েই একে অপরের সাথে পৃথক ছিল বহুকাল। আমরাই সত্যযুগ শুরুর প্রথম দিকে আসি। অন্যেরা সবাই তখন শান্তিধামেই থাকে। এই কল্পেও তারাই প্রথমে আসবে, গত কল্পে যারা প্রথম দিকে এসেছিল,

যেহেতু তারাই এই জ্ঞানের পাঠ তাদের বুদ্ধিতে খুব ভালভাবে নিয়েছিল। আর যারা ভালভাবে রীতি অনুসারে জ্ঞানের পাঠ পড়ে না, তারা পরেই আসে। এ সব হয় হিসেব-নিকেশ অনুযায়ী। সেবাধারী বাচ্চাদের বুদ্ধিতে তা ভালভাবেই থাকে। তাই তো বলা হয়ে থাকে - ধন দানে তা কখনও কমে না .....। তোমরা যদি দান নাই করো, তবে বুঝতে হবে, জ্ঞানের পাঠ তোমরা নেওনি। বাবা ঠিকই লক্ষ্য রাখেন, কে কিরকম রুহানী সেবা করছে ভারতের জন্য। তাতে কিন্তু তাদের নিজেদেরই কল্যাণ সাধিত হয়। একদিকে বাবা যেমন পাঠ পড়াতে থাকেন, তেমনি সাক্ষী স্বরূপে থেকে এটাও লক্ষ্য রাখেন যে কে কে তাদের জীবনের উন্নতির প্রয়াস করছে আর কে কতটা সফল হচ্ছে। তোমরাও তা দেখে বুঝতে পারো কে সব চাইতে উচ্চস্তরের সেবাধারী আত্মা। সেই বাচ্চাদেরই প্রদর্শনীগুলিতে ডাকা হয়। আবার কেউ কেউ এমনিতেই চলে যায়। সেখানে গিয়ে সে সব কিছু দ্যাখে আর অনুভবও করে। এই জ্ঞানে থাকতে হলে, সংস্কার-ব্যাবহারও খুব সুন্দর রাখতে হয়। কোনও কারণেই নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। এক রকমের লতা আছে লজ্জাবতী লতা, যা স্পর্শ করলেই গুঁটিয়ে যায়। অথচ কতই সুন্দর সে লতা। আর এক প্রকারের আছে সঞ্জীবনী বুটী লতা, যা পাহাড় অঞ্চলে হয় (প্রাণের সতেজতা ও আত্ম বিশ্বাসের ঔষধির উপমা)। বাস্তবে বাবা এসে তোমাদেরকে সেই সঞ্জীবনী বুটীই দেন -"মন্মনাভব"। কিন্তু দ্যাখো, শাস্ত্রগুলিতে কত কি না লিখে রেখেছে। তোমরাই পুরুষার্থের দ্বারা এমন সাহসী হতে পারো যেন মহাবীর ও মহাবীরাঙ্গনা। অবশ্য তা ক্রমিক অনুসারে। তখন তোমরাও অনায়াসেই মায়ার মায়া থেকে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারো। ফলে তোমরা একপ্রকারের গুপ্ত যোদ্ধা হতে পারো। সব চাইতে বড় হিংসা হলো কাম-লালসার তরওয়াল। দ্বিতীয় নম্বরে- ক্রোধ করা, কটু বচন বলা। এগুলি সবই হিংসা। বাচ্চাদের খুশীর পারদ তো সর্বদাই উচ্চ-মার্গেই থাকবে। যে বাচ্চারা সেবাতে বেশী তৎপর থাকে, তার মধ্যে মাতাদেরই নাম এগিয়ে থাকে। যদিও তোমরা সবাই হলে শিব শক্তি সেনা। গভর্নরও স্বয়ং বলেন, মাতারা যে সব কার্য করছেন তা খুবই প্রসংসার যোগ্য। এখানকার এই জ্ঞান কিন্তু পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই। যদিও মাতারাই সংখ্যাধিক্য। এমনটা কিন্তু মোটেই নয় যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা কেবল কুমারীদেরই ব্রহ্মাকুমারী তৈরী করা হয় - এখানে কুমারদেরও ব্রহ্মাকুমার বানানো হয়। যদি উভয়েরাই সেই জ্ঞান ধারণ করে, তবেই তো তাদের সাংসারিক প্রবৃত্তি সঠিক ও সুন্দর হবে। কারও ঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তারা ভাবে যে লক্ষ্মীর আগমন ঘটেছে। কিন্তু যে ঘরে কোনও কন্যার জন্ম হয় না, তারা নিজেদেরকে খুব অভাগা মনে করে। এবার বোঝো লোকেরা লক্ষ্মীকে কত শ্রদ্ধার সাথে পূজা করে। স্ত্রী জাতিকেই সংসারের অলংকার হিসাবে গন্য করা হয়। লক্ষ্মী থাকলে তার সাথে নারায়ণও তো থাকবে। আজকাল মহিলাদেরও খুব সন্মান করা হয়। বাবা এসে সব চাইতে বেশী সন্মান ওনাদেরকেই দেন। তাই বলা বা লেখার ক্ষেত্রে অগ্রে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ (লক্ষ্মী-নারায়ণ)। আজকাল আবার মিস্টার-মিসেস শব্দের পরিবর্তে শ্রী বলা হয়। এটাই হলো মায়ার মত। ভারতখন্ড বাদে অন্য কোনও খন্ডেই এই শ্রী শব্দের প্রচলন নেই। এমন কি যীশু-খ্রীষ্টের বেলাতেও শ্রীর প্রচলন নেই। এই শ্রীমত তো একমাত্র ভগবানের - যেই শ্রীমতের দ্বারা মানুষকে শ্রেষ্টাচারী বানানো হয়। বাচ্চারা, তোমাদের তো খুব বেশী করে পুরুষার্থ করা উচিত। কিন্তু অনেকেই দেহ-অভিমান ভানে এসে নিজেরাই নিজেদেরকে পদ-ভ্রষ্ট করে ফেলে। বর্তমান সময়ে তো সবাই দেহ-অভিমানী স্থিতিতে অবস্থান করছে। এরকমটি আর কোনও পাঠশালাই নেই যে, যেখানে বসে আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন স্বয়ং পরমাত্মা আর বলছেন, "নিজেদেরকে আত্মা ভেবে পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করো।" বাবার মতো এমন পার্ট আর কারও নেই এই অবিনাশী নাটকে। এই আত্মাতেই ৮৪-জন্মের সম্পূর্ণ অবিনাশী পার্ট ভরা থাকে। সিঁড়ির চিত্রে তা পরিস্কার ভাবেই বোঝানো আছে। তোমাদের এই

ধারণা তো হয়েছেই, যারা পুরো ৮৪ জন্ম নেবে তারাই (সত্যযুগে) যুগের শুরুতে এখানে আসবে। আর জেনে রাখো, বাদবাকীরাও পরে ধীরে ধীরে আসবে। বাচ্চারা তোমাদের এখন খুবই বুঝদার হতে হবে। তাই খুব মনোযোগ সহকারে এই পাঠ ধারণ করতে হবে। যারা খুব মনোযোগ সহকারে পাঠ ধারণ করে অন্যদেরকেও তা বোঝায়, তারাই উচ্চ-পদের অধিকারী হয়। বাবা তো তোমাদেরকে কত সুন্দর ও সহজ পদ্ধতিতে এই পাঠ বুঝিয়ে থাকেন যে, তোমাদের নিজের দেহ সমেত দেহের সর্ব সম্বন্ধকেই ভুলে যেতে হবে। অর্থাৎ নিজেকে কেবল আত্মা স্বরূপ ভাববে। আর এই পুরোনো দুনিয়াকেও ভুলে যেতে হবে। একমাত্র এই বাবাকেই স্মরণে রাখতে হবে। স্মরণে থাকতে পারলেই বাবার বর্সা পাওয়া যায়। এখন তো সবাই ইশারা করে, ভগবানকে স্মরণ করো, অতএব এটাই নিশ্চিত হয় যে, সবারই বাবা এক। উঁনি ছাড়া বাদবাকীরা সবাই তার বাচ্চা। উঁচু থেকেও অতি উঁচু সর্ব্বোচ্চ হলেন শিববাবা। এরই পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর তার পরেই জগতের অম্বা (জগদম্বা) ....। কল্প-বৃক্ষের ঝাড়ে ভক্তি-মার্গের বিস্তার তো অনেক। কিন্তু জ্ঞান হলো বীজ স্বরূপ। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত! রুহানী বাবা নমস্কার জানাচ্ছেন ওনার রুহানী বাচ্চাদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বর্তমান সময়ে নিজেদের বিলাস-বিহীন সাধারণ জীবন যাপনে চলতে হবে। ভালো-ভালো কাপড়-চোপড়, গয়না-গাঁটির শখ ছাড়তে হবে। কিন্তু সাধারণ থেকেই চাল-চলনে রাজকীয় ভাব রাখতে হবে।

২) লজ্জাবতী লতার মতন নিজেকে গুটিয়ে রাখা চলবে না। কারও প্রতি কোনও কটু বচন যেন না বেরোয় মুখ থেকে। সঞ্জীবনী বুটীর মতন মায়াকে জয় করতেই হবে।

বরদান :- এক সেকেন্ডে দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা নিজেকে বা বিশ্বকে পরিবর্তনকারী রুহানী জাদুকর হও।

জাদুকর যেমন মুহূর্তের মধ্যেই কত বিচিত্র সব খেলা দেখায়, তেমনি তোমরা রুহানী জাদুকরেরা তোমাদের ঈশ্বরীয় শক্তির দ্বারা সমগ্র বিশ্বেই পরিবর্তন আনতে পারো। এমন কি কাঙ্গাল ব্যক্তিকেও দ্বি-মুকুটধারী বানাতে পারো। নিজের স্থিতিকে বদলাবার জন্য কেবল এক সেকেন্ডের দৃঢ় সংকল্প ধারণ করতে হবে এইভাবে যে, আমি হলাম আত্মা আর তুমি বিশ্ব-পরিবর্তনের জন্য নিজেকে বিশ্বের আধার-মূর্ত, উদ্ধার-মূর্ত ভাবধারায় বিশ্ব-পরিবর্তনের কার্যে সদা তৎপর থাকো। তাই তো তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ রুহানী জাদুকর।

স্লোগান :- যে আত্মা স্ব-রাজ্যের অধিকারী সে কখনও কারও অধীন হয় না।